দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 18 JUN 1997 ... ...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৮ ...

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কাছে ১৭ দফা সুপারিশ

গণসাক্ষরতা অভিযান গত বছর আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা সংক্রান্ত সম্মেলনের সুপারিশমালা জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কাছে পেশ করেছে। এ সম্মেলনে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাকে সর্বজনীন এবং এর গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কিছু সুপারিশ প্রণয়ন করা হয়।

১৭ দফা সুপারিশমালায় যে সকল বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরা হয় সেগুলো হচ্ছে ঃ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনার দক্ষতায় উৎকর্ষ সাধন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা আইনের ব্যাপক সংস্কার সাধন; একক দায়িত্বশীল জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ড স্থাপন; 'স্কুলভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প' পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নের সার্বিক দায়িত্ব প্রদান এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত-করণের মাধ্যমে শক্তিশালী স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রতিষ্ঠা; শিক্ষা শিখন প্রক্রিয়াকে শিশুর নিকট আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় করে তোলার লক্ষ্যে বৈচিত্র্যময় শিখন উপকরণ ও পদ্ধতি গ্রহণ; স্থানীয় শিক্ষক পরিসম্পদ কেন্দ্রসমূহের নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা ও কর্মধারার সঙ্গে শিক্ষক উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে উদ্ভাবনমূলক শ্রেণীকক্ষভিত্তিক অনুশীলনের উৎকর্ষ সাধন; উন্নয়ন পরিকল্পনার তহবিল সরাসরি স্থানীয় ব্যবস্থাপনার নিকট হস্তান্তরের সুবিধা নিশ্চিতকরণ এবং উন্নত পরিবীক্ষণ পদ্ধতি প্রবর্তনসহ সরকারকে বিকেন্দ্রীভূত প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন; সম্পদ আহরণে আঞ্চলিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে মানানসই অনুদানের কিছুসংখ্যক উপখাত প্রবর্তন; প্রধানমন্ত্রীকে প্রধান করে একটি জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠা; প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক পৃথক একটি সংসদীয় কমিটি গঠন; প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগকে মানসম্মত শিক্ষার মান উন্নয়নে সকল ধরনের কারিগরি বিষয়ে পরামর্শ ও সহযোগিতা করার লক্ষ্যে একটি স্থায়ী প্রাথমিক শিক্ষা কমিশন গঠন; শিক্ষক-ছাত্র অনুপাত সর্বোচ্চ ১ঃ৩৫-৪০ এর মধ্যে রাখা; শিক্ষার্থীর উপর থেকে শিক্ষাক্রমে অতিরিক্ত চাপ হ্রাস করা; প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি ভাষাকে বাধ্যতামূলক না করা; প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান চিত্রায়ন এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানকারী থানা পর্যায়ের সব ধরনের প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি সমন্বয় কমিটি গঠন; বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে বেসরকারি খাতসমূহের (চেম্বার অফ কমার্স এবং ট্রেড এসোসিয়েশন) পারস্পরিক সম্পর্ক উৎসাহিতকরণ এবং ভ্যাট-এর মাধ্যমে শিক্ষা কর আরোপ এবং শিক্ষার জন্য বিভিন্ন অর্থ সংগ্রহকারী বন্ড প্রচলনের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধির পথ অন্বেষণ। খবর সংবাদ বিজ্ঞপ্তির।